২২ বার সুন্দরবনে আগুন: তদন্ত হলেও সমাধান নেই

কিছুতেই বিপদ পিছু ছাড়ছে না বাংলাদেশের জীববৈচিত্রের সবচেয়ে বড় আধার সুন্দরবনের। একদিকে চোরা শিকারিদের হাতে মারা পড়ছে জঙ্গলের বাঘ, হরিণসহ বিভিন্ন প্রাণী, অন্যদিকে থেমে নেই বনটির অভ্যন্তরে নদীর পানিতে বিষ দিয়ে মাছ নিধন।

এর মধ্যে যোগ হয়েছে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। গেল ২০ বছরে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগে ২২ বার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিবার এর কারণ অনুসন্ধান, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও ভবিষ্যতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তবে সেসব তদন্তের প্রতিবেদন ও দুর্ঘটনা এড়াতে করা সুপারিশগুলো বাস্তবায়তি হতে দেখা যায়নি।

জানা যায়, শুধু আগুনেই পুড়ছে না সুন্দরবন। বন্যপ্রাণী ও মৎস্য সম্পদই ধ্বংস করে চলছে প্রতিনিয়ত একশ্রেণির চক্র।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ‘স্মার্ট পেট্রোলিং’ আর জেলে-বনজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বাঘ, হরিণ হত্যাসহ বনের সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্যে অক্সিজেনের অফুরন্ত ভাণ্ডার দেশের ফুসফুসখ্যাত ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সুন্দরবন এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সুন্দরবনে আয়তন ছিল বর্তমানের দ্বিগুণ। কমতে-কমতে বর্তমানে সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন এখন দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ১৭ বর্গ কিলোমিটার।

যা দেশের সংরক্ষিত বনভূমির সর্বমোট ৫১ ভাগ। ২৪ ঘণ্টায় দুবার সমুদ্রের জোয়ারের লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত হয় সুন্দরবন।

সংরক্ষিত এই বনের তিনটি এলাকাকে ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ইউনেসকো ৭৯৮তম ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইট ঘোষণা করে। বর্তমানে যা সমগ্র সুন্দরবনের ৫২ ভাগ এলাকা।

এখানে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, পশুরসহ ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদরাজি রয়েছে। এছাড়া ৩৭৫ প্রজাতির বন্য প্রাণীর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল

টাইগার ও হরিণসহ ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, লোনা পানির কুমির, গুইসাপ, কচ্ছপ, ডলফিন, অজগর, কিংকোবরাসহ ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ ও ৩১৫ প্রজাতির পাখি রয়েছে।

সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইটের পাশাপাশি বিশ্বের বৃহত্তর জলাভূমিও। সুন্দরবনের জলভাগের পরিমাণ এক হাজার ৮৭৪ দশমিক এক বর্গ কিলোমিটার। যা সমগ্র সুন্দরবনের ৩১ দশমিক ১৫ ভাগ।

১৯৯২ সালে সমগ্র সুন্দরবনের এই জলভাগকে রামসার এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ। এছাড়া সুন্দরবনের সমুদ্র এলাকার পরিমাণ এক হাজার ৬০৩ দশমিক দুই বর্গ কিলোমিটার।

এই জল ভাগে ৪৫০টি ছোট-বড় নদী ও খালে রয়েছে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ইরাবতীসহ ৬ প্রজাতির ডলফিন, ২১০ প্রজাতির সাদা মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ১৪ প্রজাতির কাঁকড়া, ৪৩ প্রজাতির মলাস্কা ও এক প্রজাতির লবস্টার।

ইতিমধ্যেই সুন্দরবন থেকে হারিয়ে গেছে এক প্রজাতির বন্য মহিষ, দুই প্রজাতির হরিণ, দুই প্রজাতির গণ্ডার, এক প্রজাতির মিঠা পানির কুমির।

করোনাকালে গত ২৬ মার্চ থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত গোটা সুন্দরবনে সর্বোচ্চ সর্তকতা ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি করে পর্যটক, জেলে-বনজীবীদের সুন্দবনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বন অধিদপ্তর। এই নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যেও হুমকিতে পড়ে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য।

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বনটিতে ২০০২ সালে শরণখোলা রেঞ্জের কটকা অভয়ারণ্য এলাকায়, ২০০৪ সালে চাঁদপাই রেঞ্জের ধানসাগর স্টেশনের নাংলী ক্যাম্প এলাকায় এবং আড়ুয়াবের খালে, ২০০৫ সালে চাঁদপাই রেঞ্জের আড়ুয়াবের খালের পশ্চিমে তুলাতলা ও খুটাবাড়ি এলাকায় আগুন লাগে।

এরপরের বছর ২০০৬ সালেই তেরাবেকা খালের পাড়ে, আমুরবুনিয়া, কলমতেজিয়া, পচাকুড়ালিয়া বিল ও ধানসাগর স্টেশন এলাকায় মোট ৫টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

২০০৭ সালে বলেশ্বর নদীর তীরবর্তী নলবন, পচাকুড়ালিয়া বিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ২০১০ সালে ধানসাগর স্টেশনের গুলিশাখালী, ২০১১ সালে ধানসাগর স্টেশনের নাংলী, ২০১৪ সালে আবারও ধানসাগর স্টেশন

সংলগ্ন বনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

২০১৬ সালেও ধানসাগর স্টেশনের নাংলী, পচাকুড়ালিয়া, তুলাতলী এবং ২০১৭ সালে একই স্টেশনের মাদরাসার ছিলা নামক স্থানে আগুন লাগে। সর্বশেষ ২০২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আবারও ধানগারস স্টেশন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় চার শতক বনভূমি পুড়ে যায়।

২০০২ সালের ২২ মার্চ থেকে থেকে ২০২১ সালে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গত ২০ বছরেও সুন্দরবনে ২২ বার অগ্নিকাণ্ড লাগে। এসব অগ্নিকাণ্ডে সুন্দরবনের ৭১ একর ৭০ শতাংশ বনভূমির গাছ, বিভিন্ন প্রকার ঘাস, লতাপাতা পুড়ে যায়। যার আর্থিক মূল্য ১৮ লাখ ৫৫ হাজার ৫৩৩ টাকা।

প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের পরে আগুনের কারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ও পরবর্তীতে এ ধরণের ঘটনা এড়াতে গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটি নির্দিষ্ট সময়ে সুপারিশসহ রিপোর্টও পেশ করে। তবে সেসব রিপোর্টের প্রতিফলন বাস্তবে দেখা যায়না। থেকে যায় ফাইলবন্দি।

অগ্নিকাণ্ড এড়াতে বিভিন্ন সময় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে জোরালোভাবে তিনটি সুপারিশ করা হয়।

সুপারিশ তিনটি হচ্ছে- সুন্দরবন সংলগ্ন লোকালয়ের সাথে মিশে যাওয়া নদী ও খাল খনন, অগ্নিকাণ্ডপ্রবণ এলাকায় প্রতি দুই কিলোমিটার পরপর ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করে নজরদারির ব্যবস্থা করা, চাঁদপাই রেঞ্জের ভোলা নদীর কোল ঘেঁষে বনের পাশ দিয়ে কাঁটাতার অথবা নাইলোনের রশির নেট দিয়ে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু তিনটির একটি সুপারিশও বাস্তবায়ন হয়নি।

সেভ দ্যা সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেন, সুন্দরবনকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য লোকালয়সংলগ্ন নদী- খাল খনন ও কাটা তারের বেড়া দেওয়া খুবই জরুরি। এছাড়া বন অপরাধীদের দৌরাত্ম্য রোধে বনরক্ষীদের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। অসাধু বন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তিনি।

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন বলেন, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বনজীবীদের বিড়ি সিগারেটের আগুনে অনেক সময় আগুন লাগে। এজন্য আমরা বনজীবী ও স্থানীয়দের সচেতন করেছি। সচেতনতামূলক কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রয়েছে। তদন্ত কমিটির যে সুপারিশে যে ওয়াচ টাওয়ার করার

সুপারিশ ছিল।

বন বিভাগের একটি প্রজেক্টে ওয়াচ টাওয়ার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রজেক্টটি পাস হলে আমরা টাওয়ার করব। টাওয়ার হলে আগুনের স্থান নির্ধারণ সহজ হবে। সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকার ভরাট হওয়া নদী ও খাল খননের বিষয়েও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাঘ, হরিণ হত্যার পাশাপাশি খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকার ও আগুন দস্যুদের হাত থেকে সুন্দরবন রক্ষায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট পেট্রোলিংসহ সব ধরনের পাহারা জোরদার করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতীক্ষায় দেশ ও বহির্বিশ্ব

দিন যতই গড়াচ্ছে অসহযোগ আন্দোলনের গন্তব্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালির একটাই প্রতীক্ষা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে কী ভাষণ দেবেন। সব জায়গায় জল্পনা-কল্পনা চলছে বঙ্গবন্ধু কী বলেন। সেটা শোনার জন্য সারা দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ। ওইদিন ঢাকায় লাগাতার ছয় দিনের হরতাল পালনকালে সর্বস্তরের জনতা রাস্তায় নেমে আসে।

শহিদ জননী জাহানার ইমাম তার ‘একাত্তরের দিনগুলি’ গ্রন্থে ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ নিয়ে লিখেছেন, ‘আগামীকাল রেসকোর্সে গণজমায়েতে শেখ সাহেব কী বলবেন, তা নিয়েও লোকজনের জল্পনা-কল্পনার অবধি নেই। এক তারিখে হোটেল পূর্বাণীতে তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচির ঘোষণা তিনি সাত তারিখে দেবেন। কিন্তু এ কদিনে ঘটনা তো অন্য খাতে বইছে। এত মিছিল, মিটিং, প্রতিবাদ, কারফিউ ভঙ্গ, গুলিতে শত শত লোক নিহত- এর প্রেক্ষিতে শেখ সাহেব আগামীকাল কী ঘোষণা দেবেন? কেউ বলছে, উনি আগামীকাল স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কেউ বলছে, দুর তা কী করে হবে? উনি নির্বাচনে জিতে গণপ্রতিনিধি, মেজরিটি পার্টির লিডার, উনি

রয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সব বাধা অবিলম্বে দূর করতে হবে। প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণে পরিস্থিতি অবনতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর দোষারোপ করায় নূর খান দুঃখ প্রকাশ করেন।

৬ মার্চ সকাল ১১টার দিকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট ভেঙে ৩৪১ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে ৭ জন কয়েদি নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। রাজশাহীতে মিছিলকারীদের ওপর সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে ১ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়, সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকে। খুলনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গুলিবর্ষণে ১৮ জন নিহত ও ৮৬ জন আহত হয়।

ওইদিনের (৬ মার্চ) স্মৃতিচারণ করে যুগান্তরে প্রকাশিত এক নিবন্ধে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও জ্যেষ্ঠ নেতা তোফায়েল আহমেদ লেখেন, ‘সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বিগত কয়েকদিনে সেনাবাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকসহ সবাই স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হতে থাকেন।

তিনি আরও লেখেন, “এদিন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও ‘খ’ অঞ্চলের সামরিক শাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে সরিয়ে তদস্থলে ‘বেলুচিস্তানের কসাই’খ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে উভয় পদে নিযুক্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের পর ফের ৬ মার্চ অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান দ্বিতীয় দফা বৈঠক করেন। বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বাকি বিষয় আগামীকাল শেখ মুজিবের বক্তৃতায় জানতে পারবেন।”

২০ ঘণ্টা পরও ৪ জেলায় রেল যোগাযোগ বন্ধ, তদন্ত কমিটি

গঠন

কুষ্টিয়া স্টেশনসংলগ্ন মিলপাড়া এলাকায় মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে রেলওয়ে ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনার ২০ ঘণ্টা পরও কুষ্টিয়ার সঙ্গে খুলনা, রাজশাহী, গোয়ালন্দ ও ফরিদপুরের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

গোয়ালন্দ-পোড়াদহ রুটে ট্রেন চলাচল শনিবার বিকাল ৪টা নাগাদ স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

এর আগে শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে কুষ্টিয়ার মিলপাড়া এলাকায় রেললাইনে আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হয় গমবাহী ট্রেনের পাঁচটি বগি। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ট্রেনের লাইন দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পাকশি জোনের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে এসে লাইনচ্যুত পাঁচটি বগি উদ্ধারে কাজ শুরু করে।

সারারাত কাজ করে শনিবার সকাল পর্যন্ত তিনটি বগি রেললাইন থেকে সরাতে সক্ষম হয়েছে উদ্ধারকারী দল। বাকি দুটি সরিয়ে লাইন মেরামত করতে আরও ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে জানান কুষ্টিয়া রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার এম এ জামান।

এদিকে মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে রেলওয়ে ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে রেলওয়ের পার্মানেন্ট ওয়ে ইন্সপেক্টর (পিডিবিআই) সাইফুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে ইতোমধ্যে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের পাকশী বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) মোহাম্মদ শাহীদুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, একটি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে পাকশী বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী (লোকো) আশীষ কুমার মণ্ডলকে। কমিটির অন্য চার সদস্য হচ্ছেন- পাকশী বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা (ডিটিও) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, পাকশী বিভাগীয় প্রকৌশলী বীরবল মণ্ডল, পাকশী বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী এস এম রাজিব

বিল্লাহ এবং পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডেন্ট রেজওয়ান উর রহমান।

কমিটিকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়া রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার এম এ জামানের অভিযোগ, বারবার বলার পরও শ্রমিকরা রেললাইন থেকে ট্রলি সরিয়ে না নেওয়ায় কুষ্টিয়া রেলস্টেশনসংলগ্ন মিলপাড়া এলাকায় ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজে নিয়োজিত স্টেশনে কর্মরত কর্মচারী (লাইনম্যান) ইব্রাহীম বলেন, শ্রমিকদের বারবার ট্রলি সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকেরা ট্রলি সরিয়ে না নিয়ে উল্টো লাল নিশানা দিয়ে ট্রেন থামানোর জন্য বলেন। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন ঢুকে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

পাকশী রেল বিভাগের বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ বীরবল মণ্ডল বলেন, ট্রেন দুর্ঘটনায় পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শনিবার তারা সরেজমিনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করবেন। রেলওয়ের নিয়মানুযায়ী অন দ্যা স্পট তদন্ত রিপোর্ট নেওয়া হবে।

এদিকে এ দুর্ঘটনার পর থেকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী ও রাজশাহী- টুঙ্গিপাড়া রেলপথে পাঁচটি ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

নাসিরের স্ত্রী তামিমাকে জেরা করবে পিবিআই

ক্রিকেটার নাসির হোসেনের স্ত্রী ক্যাবিন ক্রু তামিমা সুলতানা তাম্মির পাসপোর্ট ও ডিভোর্স পেপারের তথ্যের মাঝে গরমিলের দেখা দিয়েছে।

‘ডিভোর্স’ দেওয়ার পরও পাসপোর্টে আগের স্বামী রাকিব হাসানের নাম ব্যবহার করেছেন তামিমা সুলতানা তাম্মি। ইতোমধ্যে বিষয়টি পুলিশ

ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) নজরে এসেছে।

সূত্র জানিয়েছে, শিগগিরই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তামিমাকে জেরা করবেন রাকিবের দায়ের করা মামলার তদন্তের দায়িত্ব পাওয়া পিবিআইয়ের কর্মকর্তারা।

শুরু থেকেই রাকিব দাবি করে আসছেন, তামিমা তাকে তালাক না দিয়েই নাসিরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। যদিও রাকিবের এই দাবি মিথ্যা আর ভিত্তিহীন বলছেন তামিমা।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে তামিমা তার দাবির পক্ষে কাগজপত্র পেশ করেন।

তাতে দেখা যায়, ২০১৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর রাকিব হাসানকে ‘স্ত্রী কর্তৃক তালাক নোটিশ’ দিয়েছেন তামিমা।

যদিও ২০১৮ সালের পাসপোর্ট আবেদনে স্বামী হিসেবে রাকিবের নামই উল্লেখ করেছেন তামিমা।

পুলিশ বলছে, ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরা অফিসে পাসপোর্ট নবায়নের আবেদন করেন তামিমা। তার আবেদন নম্বর -২৬০২০০০০০৬৬১২০০। আবেদনে তিনি ব্যক্তিগত তথ্যের স্থানে পিতা ও মাতার নামের পর স্বামী হিসেবে রাকিব হাসানের নাম লিখেছেন। এমনকি পাসপোর্টের আবেদনে জরুরি যোগাযোগের জন্য তিনি রাকিবের নাম এবং মোবাইল নম্বরও যুক্ত করেন। ২০১৮ সালের ১১ মার্চ তাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়। যার মেয়াদ রয়েছে ২০২৩ সালের ৩ মার্চ পর্যন্ত।

তাই ডিভোর্সের এক বছর পরও পাসপোর্টে স্বামীর নাম রাকিব হাসান কেন লিখেছেন তামিমা সে প্রশ্নের জবাব খুঁজছে পিবিআই।

এছাড়া রাকিবকে তালাক দেওয়ার দিন-তারিখের সঙ্গে তামিমার ব্যক্তিগত তথ্যের গরমিল পেয়েছে পুলিশ।

নাসির-তামিমার আইনজীবী ব্যারিস্টার আসিফ বিন আনোয়ার এসব প্রশ্নের বিষয়ে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন। তবে জবাব সন্তোষজনক নয়।

তিনি বলেছেন, ‘তামিমার পাসপোর্টে তথ্যের যে গরমিলের কথা বলা হচ্ছে, তা এখনও আমি দেখিনি। এটি দেখার পর মন্তব্য করতে পারব। একই সঙ্গে আদালতকেও জানাতেও পারব।’

প্রসঙ্গত গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ক্রিকেটার নাসির হোসেনের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন তামিমা সুলতানা তাম্মি। ১৭ ফেব্রুয়ারি হলুদসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই বিস্ফোরক সব তথ্য নিয়ে গণমাধ্যমে হাজির হন রাকিব হাসান। তিনি দাবি করেন, তামিমা তারই স্ত্রী। তাদের ঘরে তুবা নামে ৮ বছরের এক মেয়েও আছে। তামিমা তালাক না দিয়েই মেয়ে ও স্বামীকে ছেড়ে ক্রিকেটার নাসিরের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন।

তালাক না দিয়ে নতুন বিয়ে করায় তামিমার বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছিলেন রাকিব।

আহত এমপি জাকিয়া হাসপাতালে, ১৯ আইনজীবীর নামে মামলা

দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির দুগ্রুপের সংঘর্ষের প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সমিতির সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের নারী এমপি জাকিয়া তাবাসসুম জুই।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে দিনাজপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি।

তবে এর আগে সন্ধ্যায় এ সংঘর্ষের ঘটনায় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন আহত আইনজীবী সারওয়ার আহমেদ বাবু।

মামলায় আসামি করা হয়েছে- সমিতির সভাপতি অ্যাড.মাজহারুল ইসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, শামসুর রহমান পারভেজ, হযরত আলী বেলাল, খয়রাত আলী, মাহফুজুর রহমান বিপুল, মাহফুজ আলী, কবির বিন গোলাম চার্লি, অনিমেষ চন্দ্র রায়, সিফাত রহমান লিমন, আলাল, হেলাল ফারুক, শাওন, আকবর, রাজা, নবী, রবিউল ইসলাম রবি, খোকনসহ ১৯ জনকে।

শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টায় এমপিকে দেখতে হাসপাতালে যান জেলা

আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। এ সময় তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার আইনজীবী সমিতির সামনে সংঘর্ষের ঘটনায় তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন। সে সময় তিনি বিষয়টি টের না পেলেও সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যায়। প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করতে না পেরে তিনি হাতপাতালে ভর্তি হন।

দিনাজপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) পারভেজ সোহেল রানা জানান, শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় তিনি নিজেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ ব্যাপারে মেডিকেল বোর্ড গঠন করে বিস্তারিত জানা যাবে।

কোতোয়ালি থানার ওসি মোজাফফর হোসেন জানান, সন্ধ্যায় এ সংঘর্ষের ঘটনায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি করেছেন আইনজীবী সারওয়ার আহমেদ বাবু।

উল্লেখ্য, নয়টি এজেন্ডা নিয়ে গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যকরী কমিটির সাধারণ সভা শুরু হয়।

এর পরই সমিতির সাবেক কমিটির নেতারা সভা বন্ধ করতে বললে একপর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে ১৫ জন আহত হন।

মালয়েশিয়ায় ৮ বাংলাদেশিসহ ৮৮ বিদেশি কর্মী গ্রেফতার

মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গরের পাইকারি বাজার থেকে ৮৮ বিদেশি কর্মী গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যাদের মধ্যে আটজন বাংলাদেশিও রয়েছেন।

সারডাং জেলা পুলিশ সদর দপ্তরের (আইপিডি) ৯২ জন সদস্য ও ১০ জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে শনিবার মালয়েশিয়া সময় সকাল ১১টায় বিশেষ অভিযানে অভিবাসী কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

সেরডাং জেলা উপ-পুলিশ প্রধান মোহাম্মদ রোসদী দাউদ সাংবাদিকদের জানান, গ্রেফতারদের ৮৮ জনের মধ্যে ৭৮ জন মিয়ানমারের, ৮ জন

বাংলাদেশের এবং বাকি দুইজন নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার বাসিন্দা। তাদের সবার বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে।

কি কারণে এসব অভিবাসী কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে সে প্রশ্নে জেলা উপ-পুলিশ প্রধান মোহাম্মদ রোসদী দাউদ বলেন, গোয়েন্দা তথ্যে দেখা গেছে, বেশির ভাগ বিদেশিরা অবৈধভাবে পাইকারি বাজারে ব্যবসা করছেন। তাদের কোনো বৈধ লাইসেন্স নেই। তাদের কাছে বৈধ কাগজপত্রও পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করে আসছেন পুলিশের কাছে। তাই অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার পাশাপাশি বাজারে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারদের আইপিডি সারডাং -এ নেয়া হয়েছে এবং সেকসন ৬ (১) সি অভিবাসন আইন ১৯৫৯/৬৩ অনুসারে তদন্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইপিডি বিভাগ।

ভারতের মাদ্রাসায় পড়ানো হবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

ভারতের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় দেশটির শতাধিক মাদ্রাসায় গীতা, বেদ বা রামায়নের মতো হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা জানিয়েছে, ‘প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ও পরম্পরা’ নামে নতুন একটি বিষয় চালু করে তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এগুলো পড়ানো হবে। খবর বিবিসির।

তবে ভারতের শিক্ষাবিদরা অনেকেই এই পদক্ষেপে চিন্তিত, এমনকি মাদ্রাসার শিক্ষকরাও এর আসল উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য যুক্তি দিচ্ছে— দেশের এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে মাদ্রাসাগুলোতেও ছড়িয়ে দেওয়াতে কোনো ভুল নেই।বরং এতে সব ভারতীয়ই লাভবান হবেন।

ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বশাসিত সংস্থা দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওপেন স্কুলিং বা এনআইওএস, তারাই দেশের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাস্তবায়ন করছে।

এনআইওএস সম্প্রতি ‘ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা’ নামে ১৫টি কোর্স বা শিক্ষাক্রম তৈরি করেছে, যার আওতায় বেদ, ইয়োগা, রামায়ণ, ভাগবত গীতা, সংস্কৃত ভাষা, পানিনির গাণীতিক সূত্র ইত্যাদি নানা বিষয় রয়েছে।

সেই স্টাডি মেটেরিয়াল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে দেশের শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল বলেন, আমাদের বেদ-পুরাণ-উপনিষদ যে সংস্কৃতির শিক্ষা দিয়েছে, তা অমূল্য। এই সুফলকে আমরা মাদ্রাসাগুলোতে—এমনকি দেশের বাইরেও ভারতীয়দের কাছে ছড়িয়ে দিতে চাই। ফলে এনআইওএসের এই পদক্ষেপকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

কিন্তু এই পদক্ষেপ মাদ্রাসাগুলো ভালোভাবে নেবে কিনা তা নিয়ে শিক্ষাবিদরা অনেকেই রীতিমতো সন্দিহান।

দিল্লিতে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক অমরিন্দর আনসারি যেমন গণমাধ্যমকে বলেন, প্রথমত মাদ্রাসাগুলো কিন্তু সংগঠিত শিক্ষা খাতের ভেতরে পড়ে না।

সেখানে একটা বহুত্ববাদী সংস্কৃতির দেশে এ রকম কিছু চালু করতে গেলে সেটি কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হিসেবেই দেখা হবে। মাদ্রাসাগুলোর স্বশাসনেরই বা কী হবে?

ড. আনসারি বলেন, হ্যাঁ, বেদ-গীতা-রামায়ণের বদলে যদি ‘ভারতীয় ধর্ম’ বলে একটা বিষয় চালু করা হতো, যেখানে দেশের সব ধর্মের শিক্ষাই থাকবে, সেটি হয়তো মেনে নেওয়া যায়। মাথায় রাখতে হবে, ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থ কিন্তু দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় নেতা সুরেন্দ্র জৈন আবার সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে যুক্তি দিচ্ছেন— গীতা-রামায়ণ-বেদকে আসলে শুধু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হিসেবে দেখাটাই ভুল। এগুলোকে শুধু হিন্দুদের বলে চিহ্নিত করাটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ এই গ্রন্থগুলো বিশ্বজনীন মানবতার কথা বলে। আমরা মনে করি, এই গ্রন্থগুলো যে মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়, তা পড়ানোটা ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

ভারতের বেশিরভাগ মাদ্রাসাই সংগঠিত শিক্ষা খাতের বাইরে, তারা কি ছাত্রদের এসব ধর্মগ্রন্থ পড়াতে রাজি?

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় নাজবুল হক হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মহম্মদ আলাউদ্দিন ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, এসব গ্রন্থে আপত্তিকর কিছু নেই।

তিনি বলেন, আমার কথা হল হিন্দু ধর্মে তো খারাপ কিছু নেই। কেউ যদি সে রকম বলে— তা হলে সেটি তার ভুল ধারণা। অনেকে হয়তো ধর্মের ব্যাখ্যাকে খারাপভাবে ব্যবহার করছে, কিন্তু ধর্মগ্রন্থে খারাপ কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যোগ করছেন, তারা মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলকভাবে কোনো ধর্মশিক্ষা দেন না। ফলে জোর করে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা চাপিয়ে দিতে গিলে ফল ভালো নাও হতে পারে।

জমজম কূপের প্রধান প্রকৌশলী ইয়াহইয়াহ হামজার ইন্তেকাল

জমজম কূপের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী ড. ইয়াহইয়াহ হামজা কোশক (৮০) গত ১ মার্চ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি … রাজিউন)।

তার মৃত্যুতে সৌদি আরব গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। খবর আরব নিউজের।

প্রকৌশলী ড. ইয়াহইয়া হামজা কোশক সৌদি আরবের প্রকৌশলীদের জনক হিসেবে পরিচিত। জমজম কূপের উন্নয়নে পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক উন্নয়নকাজের জনক ড. কোশক।

তিনিই প্রথম জমজমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কূপে ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সৌদি আরবের ন্যাশনাল ওয়াটার কোম্পানির মহাপরিচালক ছিলেন। সৌদির প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থার সদস্যও ছিলেন তিনি।

পবিত্র নগরী মক্কার এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম নেন প্রকৌশলী ড. ইয়াহইয়াহ হামজা কোশক। তার পিতা মক্কার বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। হজ মৌসুমে তার বাবা ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ তুর্কি থেকে আগত হজ ও ওমরাহ পালনকারীদের সেবা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন।

১২ তলা থেকে পড়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল শিশুটি

ভিয়েতনামে বহুতল ভবনের ১২ তলা থেকে পড়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে দুই বছরের এক কন্যাশিশু।

রোববার স্থানীয় সময় বিকাল ৫টার দিকে রাজধানী হ্যানয়ে এ ঘটনা ঘটেছে।

ভিয়েতনাম টাইমসের ররাতে দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ১২ তলার বারান্দায় দুই বছরের শিশুটিকে ঝুলতে দেখে চিৎকার শুরু করেন প্রতিবেশীরা।

রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৫টার দিকে ওই ভবনের নিচে গাড়িতে বসেছিলেন এক ব্যক্তি। এনগুইন এনগোক মানহ নামের ওই ব্যক্তি তার গাড়িতে বসে পণ্য সরবরাহের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। একজন নারীর চিৎকার শুনে বাইরে কী হচ্ছে তা দেখার জন্য তিনি ট্রাকের জানালা দিয়ে তাকান।

পরে দেখেন ওই ভবনের ১২ তলায় বারান্দার কার্নিশে নেমে শিশুটি কান্না করছে। এ সময় তিনি শিশুটিকে ধরার জন্য মোটরসাইকেল শেডের ওপর উঠেন।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, শিশুটি নিচে পড়লেও তাকে ধরতে পারেননি ট্রাকচালক এনগুইন এনগোক মানহ।

তাৎক্ষণিকভাবে শিশুটি ভিয়েতনামের জাতীয় শিশু হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে জীবন নিয়ে শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

হাসপাতালের চিকিৎসক লে এনগোক ডুই বলেন, শিশুটির নিতম্ব স্থানচ্যুত হলেও আর কোনো আঘাত লাগেনি।

দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিক ফেরত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে এক বছর কারাভোগ শেষে শ্রী জতেনদার দাস (৪০) নামের ভারতীয় নাগরিককে ফেরত দিয়েছে বিজিবি । গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১ টার দিকে দামুড়হুদার দর্শনা সীমান্তে ৭৬ নম্বর মেইন পিলারের নিকট বিজিবি-বিএসএফ’র পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে ফেরত দেয়া হয়। জতেনদার দাস ভারতের ভাগলপুর জেলার নদিপুর থানার শ্রী শীতারাম দাসের ছেলে। বিজিবি জানায়, গত এক বছর আগে নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করার দায়ে শ্রী জতেন দার দাসকে আটক করে নাটোর জেল হাজতে প্রেরণ করলে আদালত অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে তাকে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে । এক বছর কারাভোগ শেষে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠকে মাধ্যমে তাকে ভারতে ফেরত দেয়া হয়েছে। পতাকা বৈঠকে নেতৃত্ব দেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর নিস্তার আহমেদ ও ভারতীয় নদিয়া জেলার গেদে বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার শ্রী সন্দীপ কুমার । উপস্থিত ছিলেন মানব অধিকার কর্মী ভিশাল রঞ্জন দত্তসহ দু দেশের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ।